যুগান্তর

তারিখ ... 23 FEB 2005
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৭

বইমেলা ও বাংলা একাডেমী

অমর একুশে বইমেলা একবার জমিয়া উঠে আর একবার যেন ভাঙিয়া যাইবার উপক্রম হয়। তাহার রূপটি ধরা পড়ে সংবাদপত্রের শিরোনামে। 'বইমেলার ভাঙা হাট জমে উঠেছে : প্রকাশকরা খুশি' যুগান্তরে এই শিরোনাম দেখিয়া এই সত্যই মর্মে পশে যে, গত একুশ দিনে হয়তো বইমেলার বাণিজ্য তেমন একটা জমিয়া উঠে নাই। কিন্তু তাহা তো যথার্থ নহে। ইতিমধ্যে যেই কয়টি শুক্রবার আসিয়াছিল প্রকাশক, পরিবেশক ও বিক্রেতারা সেইদিনের বিক্রয় দেখিয়া স্বস্তি ফিরিয়া পাইয়াছেন। শুক্রবারগুলিই কেবল নহে, শনি হইতে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সপ্তাহের যেই কোন এক বা একাধিক দিনে বিক্রয় বাড়িয়াছে। আর জনপ্রিয় ধারার যেই কয়জন লেখক আমাদের প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ার আনুকূল্য পাইতেছেন, তাহাদের উপন্যাসের বিক্রয় হইয়াছে ঈর্ষান্বিত হইবার মতো। তাহাদের কোন বই প্রথম মুদ্রণের পর দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম মুদ্রণও মেলায় আসিয়াছে। কোন কোন স্টলে জনপ্রিয় লেখকগণ স্বাক্ষরসহ বই বিক্রয়ে সহায়তা দিতেছেন কিংবা অটোগ্রাফ শিকারিদের খুশি করিতে তাহারা ব্যস্ত আছেন। এই দৃশ্যটি গত ১৫/১৬ বৎসরের একটি বাস্তব চিত্র। এই বৎসরও পত্রিকার খবরে বলা হইয়াছে, উপন্যাসের বিক্রয় সর্বোচ্চ। দ্বিতীয় স্থানে রহিয়াছে কবিতা। কবিতাগ্রন্থ বিক্রয় হয় না- এই প্রচলিত ধারণাটি সর্বাংশে অসত্য প্রমাণিত হইয়াছে। তবে মননশীল বইয়ের বিক্রি তুলনামূলক কম। সেইটা অস্বাভাবিক নহে। মননশীল বইয়ের ক্রেতাগণ মূলত শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের একটি ক্ষুদ্রাংশ মেলা হইতে বই কিনে। যেহেতু, সাংবৎসরিক বই প্রকাশ, বিতরণ ও বিক্রয়ের একটি মোক্ষম বাণিজ্য-টাইম হিসাবে অমর একুশে বইমেলাই মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে, সেই হেতু বাঙালির চেতনার বিকাশও প্রত্যাশিত। প্রতি বৎসরই শত শত টাইটেলের সৃজনশীল বই প্রকাশ পায় গ্রন্থমেলায়, এই জন্য সাজ সাজ জাগরণ লক্ষ্যগ্রাহ্য হয়। এই শত শত টাইটেলের সকল পুস্তকই যে গুণেমানে মনীষা-চিন্তার উন্মেষকারী হইবে, এমন নহে। অধিকাংশই নবীন কবিযশোপ্রার্থী কিংবা কথাশিল্পী যশোকাঙ্ক্ষীর বই প্রকাশ পায়। বাংলা একাডেমীর লেখককুঞ্জে প্রতিদিন বেশকিছু নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিকগণ। এই ধারা চলিয়া আসিতেছে বেশ কয়েক বৎসর যাবৎ। ব্যতিক্রম ইহাই যে, ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়া ধীরে ধীরে হইলেও বইমেলা, কবি-লেখক, বিক্রি ও ক্রেতাসমাগমকে গুরুত্ব দিতেছে। অতীত মেলাগুলির চাইতে বর্তমান মেলা গুছাইয়া উঠিতে সচেষ্ট হইলেও বাংলা একাডেমী ও সৃজনশীল প্রকাশকগণ নীতিমালা বাস্তবায়নে পারিতেছে না। বইমেলায় যেমন পাইরেট বই বিক্রয় হইতেছে, তেমনি নিম্নমানের বইয়ের আধিক্যও লক্ষ্য করা যাইতেছে। অমর একুশের আদর্শের সহিত সঙ্গতিসম্পন্ন নহে- এমন বইও বিক্রয় হইতেছে। একুশের বই মেলায় গাইড জাতীয় বইয়ের বিক্রি দুঃখজনক। প্রতি বৎসর স্টল ও বইয়ের চাহিদা বাড়িয়াছে। বাড়িয়াছে পাঠক-ক্রেতার সংখ্যাও। কিন্তু মেলা প্রাঙ্গণ বাড়ে নাই। ক্রমবর্ধমান বিক্রেতা ও ক্রেতার চাহিদা পূরণ করিতে হইলে অমর একুশের বইমেলার সম্প্রসারণও প্রয়োজন। মেলাকে সঙ্কুচিত রাখিয়া ঐতিহ্যকে মূল্যায়ন দূরদৃষ্টির লক্ষণ নহে। বইমেলা বাংলা একাডেমীর কর্মসাধনার একটি অংশ মাত্র। বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য ছিল বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়ন ও বিকাশ। এই ক্ষেত্রে গবেষণা কর্মের প্রতিই প্রতিষ্ঠানটিকে অধিক জোর দিতে হইবে। ইহার পাশাপাশি বই মেলাটিও যাহাতে সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়। সেই দিকেও নজর দিতে হইবে। আমরা নবীন প্রজন্মের চাহিদার কথা বিবেচনা করিয়া একাডেমী কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি উপলব্ধি করিতে বলিব। বাঙালি মনন-মনীষার বিকাশের স্বার্থেই বইমেলার সম্প্রসারিত রূপ দেখিতে [illegible]